গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ শাখা

জানুয়ারি-২০১৭ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মোঃ ফিরোজ সালাহ্ উদ্দিন
সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়।
তারিখ : ১২.০১.২০১৭ খ্রিঃ
সময় : সকাল ১১.০০ ঘটিকা
স্থান : সম্মেলন কক্ষ (৯ম তলা), রেলভবন, ঢাকা।

০২। **উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা: পরিশিষ্ট - 'ক'**

০৩। সভাপতি উপস্থিত সকল কর্মকর্তাকে ইংরেজি নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভার শুরুতে ০১.১২.২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সভায় উপস্থাপন করা হয় এবং যথাযভাবে লিপিবদ্ধ হওয়ায় তা দৃঢ়ীকরণ করা হয়। সভাপতি মাসিক সমন্বয় সভার আলোচ্যসূচী পর্যালোচনা করে বিষয়ের গুরুত্ব অনুসারে পুর্নবিন্যাস ক্রমে উপস্থাপনের মত প্রকাশ করেন ।

৪.১। রেলওয়ের সেবার মানোন্নয়ন (যাত্রীসেবা, নির্ধারিত সময় অনুসারে ট্রেন পরিচালনা ইত্যাদি)ঃ

আলোচনাঃ

সভায় আলোচনা হয় যে, যাত্রী সেবার মান আশানুরূপ বৃদ্ধি না পাওয়ায় রেলে প্রচুর বিনিয়োগ সত্ত্বেও যাত্রীদের মধ্যে হতাশা বিদ্যমান। রেলগাড়ী গুলোতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভাবসহ শ্লথ গতিতে রেল চলার বিষয়ে অভিযোগ রয়েছে।

ডিজি, বিআর জানান যে, আন্তঃনগর মেইল এক্সপ্রেস ও লোকাল ট্রেনের সময়ানুবর্তিতার হার নভেম্বর/২০১৬ মাসে যথাক্রমে ৯৩%, ৮৪%, ৮৬% । ডিসেম্বর/২০১৬ মাসে আন্তঃনগর, মেইল এক্সপ্রেস ও লোকাল ট্রেনের সময়ানুবর্তিতার হার ছিল যথাক্রমে ৮৯.%, ৮০%, ৮৪%। বর্তমান বাংলাদেশ রেলওয়েতে স্টেশন মাস্টারের শূন্য পদ পূরণ হলে এবং বিদ্যমান গতি নিয়ন্ত্রণাদেশের সংখ্যা কমিয়ে আনা হলে সার্বিক সময়ানুবর্তিতার হার আরো উন্নত করা সম্ভব হবে। বর্তমানে জ্বালানি তেল পরিবহনের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে ওয়াগন সরবরাহ ও পরিবহনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত আছে। কন্টেইনার পরিবহনের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে এবং তা অব্যাহত থাকবে। বর্তমানে নভেম্বর/২০১৬ মাসে মোট ১১৭টি কন্টেইনার ট্রেনের মাধ্যমে ৬৫১১ TEUS পন্য পরিবহন করা হয়। বিগত অক্টোবর/২০১৬ মাসে মোট ৮৮টি কন্টেইনার ট্রেনের মাধ্যমে ৪৭৪৫ TEUs পন্য পরিবহন করা হয়েছিল।

ডিজি বিআর আরো জানান, ট্রেনের ভিতর সীট কভার, টয়লেট নিয়মিত পরিষ্কার করা হচ্ছে। নভেম্বর/১৬ মাসে পূর্বাঞ্চলে মোট ৬৪৩ টি এবং পশ্চিমাঞ্চলে বিজিতে ৫৩২ টি ও এমজিতে ৮০ টি মোট ৬১২ টি কোচের ফিউমিগেশন করা হয়েছে। আন্তঃনগর ট্রেনসমূহের চেয়ার পরিবর্তন/ মেরামত কাজ অব্যাহত রয়েছে। এছাড়াও ক্যাটারিং সার্ভিসের সেবার মান উন্নয়নে গত ডিসেম্বর/২০১৬ মাসে সর্বমোট ১৫ টি খাবার গাড়ি পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে জরিমানা আরোপসহ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

সভায় ক্যারেজ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নকরনের জন্য সুইপার নিয়োগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরা হয় এবং outsourcing এর মাধ্যমে সুইপার নিয়োগের বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা)-কে আহ্বায়ক করে একটি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

সিদ্ধান্তঃ

(১) সুইপার নিয়োগের ক্ষেত্রে outsourcing করার বিষয়ে নিম্নেবর্ণিত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে কমিটি গঠন করা হলোঃ
(ক) অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা), রেলপথ মন্ত্রণালয়। - আহ্বায়ক
(খ) যুগ্ম-মহাপরিচালক (মেকানিক্যাল), বাংলাদেশ রেলওয়ে। - সদস্য
(গ) যুগ্ম-মহাপরিচালক (অর্থ), বাংলাদেশ রেলওয়ে। - সদস্য
(ঘ) যুগ্ম-মহাপরিচালক (অপাঃ) বাংলাদেশ রেলওয়ে। - সদস্য

কমিটির কার্যপরিধিঃ

(ক) কমিটি ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে সুইপার নিয়োগের ক্ষেত্রে outsourcing-সহ অন্যান্য কার্যক্রম পদ্ধতি ও উপায় এর বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রতিবেদন প্রদান করবে।

(খ) কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-আপ্ট করতে পারবে।

(২) উভয় অঞ্চলের আন্তঃনগর ট্রেনের সময়ানুবর্তিতার হার কমপক্ষে ৯৫% এ উন্নীত করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

(৩) রাজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে অতিরিক্ত মহাপরিচালক (রোলিং স্টক) এবং অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন) যৌথভাবে বিসিআইসি এর সাথে সমন্বিত পরিকল্পনার মাধ্যমে চাহিদা মোতাবেক সার ও জ্বালানি পরিবহন নিশ্চিত করবেন।

(৪) যোগাযোগ মন্ত্রণালয় ও পোর্ট অথরিটি এর সাথে যোগাযোগ রেখে কন্টেইনার পরিবহণের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

(৫) মহাব্যবস্থাপক, (পূর্ব/পশ্চিম) গত ০৩ (তিন) মাসের ট্রেনের নিয়মানুবর্তিতার হার সভায় উপস্থাপন করবেন।

(৬) বাংলাদেশ রেলওয়ের সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে যাত্রীবাহী ট্রেনের রেকের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও চেয়ার পরিবর্তন/মেরামত এর বিষয়ে সাপ্তাহিক সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।

(৭) স্টেশন ও ট্রেনের হকার এবং অবাঞ্চিত ব্যক্তি যাতে প্রবেশ করতে না পারে তার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(৮) ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী শহরগুলো থেকে চাকুরীজিবীদের জন্য কমিউটার ট্রেনের সময়সূচী সমন্বয় করতে হবে যাতে ঠিক সময়ে কর্মস্থলে উপস্থিত হতে পারে। প্রয়োজনে তাদের মতামত গ্রহণ করা যেতে পারে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (আই/আরএস/অপারেশন/) বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩। মহাব্যবস্থাপক, (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪। যুগ্ম-মহাপরিচালক (অপারেশন/প্রকৌশলী/মেকানিকাল), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৫। চীফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার(পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৪.২। রেলওয়ের নিরাপত্ত ব্যবস্থাঃ

আলোচনাঃ

সভায় রেলওয়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে লেভেল ক্রসিং গেটসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ, বন্ধ স্টেশন চালুকরণ, দুর্ঘটনা প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভাপতি বন্ধ স্টেশনসমূহ চালুর লক্ষ্যে অতি দ্রুত স্টেশন মাস্টার নিয়োগের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এছাড়া চলমান প্রকল্পের মাধ্যমে রেল ক্রসিংগুলোর রক্ষনাবেক্ষনের জন্য চলমান নিয়োগ প্রক্রিয়া তরান্বিত করা জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন) জানান, ইতোমধ্যে ৪৬টি স্টেশন চালু করা হয়েছে এবং নবনিয়োগপ্রাপ্ত স্টেশন মাস্টারদের ১৪০ জন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। অবশিষ্টদের প্রশিক্ষণ শেষ হলে ৪৪টি স্টেশন চালু করা সম্ভব হবে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) নবনিয়োগকৃত স্টেশন মাস্টারদের প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করে অতি দ্রুত তাদের পদায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
(২) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন) ইতোমধ্যে চালু করা স্টেশনসমূহের তালিকা প্রদান করবেন।
(৩) লেভেলক্রসিংগুলোতে স্থায়ী জনবল নিয়োগের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
(৪) রেলক্রসিংগুলোর আশেপাশে অবৈধ দোকান উচ্ছেদ করতে হবে।
(৫) নিজ নিজ নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে যাত্রীদের সচেতন করে তুলতে হবে।
(৬) নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারকল্পে সমন্বিত প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।
(৭) রেললাইনের উপর পথচারী পারাপার বিরোধী ভিডিও ক্লিপসমূহ ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় বহুল প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
(৮) প্রতিটি স্টেশনে অগ্নিনির্বাপনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে এবং বৃদ্ধি করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ

১। অতিরিক্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়।
২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ।
৪। চীফ কমানড্যান্ট (পূর্ব/পশ্চিম), রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী, চট্টগ্রাম/রাজশাহী।

৪.৩। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়নঃ

আলোচনাঃ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ২০১৪ সালে রেলপথ মন্ত্রণালয় পরিদর্শন এবং বিভিন্ন সময় রেলওয়ের উন্নয়নে প্রদানকৃত নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নের বিষয়ে আলোচনা হয়। সভাপতি জানান যে, বাস্তবায়নের অগ্রগতি বিষয়ে যে পরিসংখ্যান প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয় তা পুনঃপরীক্ষা করা প্রয়োজন এবং বাস্তবায়নের প্রকৃত অবস্থা ছকে সুনির্দিষ্ট ভাবে উপস্থাপন করা প্রয়োজন। আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্তঃ

(১) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত রেলওয়ের উন্নয়ন সংক্রান্ত নির্দেশনাসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বাস্তবায়নের প্রকৃত আদায় সুনির্দিষ্টভাবে উপস্থাপন করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ

১। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৪.৪। জনবল নিয়োগঃ

আলোচনাঃ

ডিজি, বিআর জানান যে, টিএলআর নিয়োগ সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনের সুপারিশ প্রদান করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। হাইকোর্ট বিভাগে বাংলাদেশ রেলওয়ের নিয়োগের ওপর মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য আলাদা বিশেষ বেঞ্চ স্থাপনের নিমিত্তে সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে পত্র দেয়া হয়েছে। পুনরায় রেলপথ মন্ত্রণালয়ের আইন শাখা হতে মাননীয় এটর্ণী জেনারেল, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, ঢাকা বরাবর পত্র দেয়া হয়েছে। স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে সততা ও নিরপেক্ষতার সাথে নিয়োগ কার্যক্রম চূড়ান্ত করার জন্য উভয় অঞ্চলের জিএমগণকে পরামর্শ দেয়া হয়েছে। নব-নিয়োগ ত্বরান্বিত করার জন্য উভয় অঞ্চলের জিএমগণকে একটি সময়াদ্ধ (Time bound) কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। সে মোতাবেক কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে।

এছাড়া ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ৮৬ ক্যাটাগরির মোট ১৪৮৯ টি পদে ছাড়পত্রের বিপরীতে ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ৫৩ ক্যাটাগরির মোট ১২১৩ টি পদের ছাড়পত্র পাওয়া ১৪৮৯ টি পদে বর্তমানে নিয়োগের প্রক্রিয়াধীন আছে। নব-নিয়োগকৃত কর্মচারীদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য পরবর্তীতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমির প্রশিক্ষণের মান বৃদ্ধির জন্য রেক্টর/আরটিএ-কে পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) প্রকল্পসমূহে টিএলআর নিয়োগ সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত কমিটি গঠন করা হলোঃ
- (ক) অতিরিক্ত সচিব (আইন), রেলপথ মন্ত্রণালয়- আহবায়ক
- (খ) যুগ্ম-মহাপরিচালক(মেক), বাংলাদেশ রেলওয়ে-সদস্য ।
- (গ) সিওপিএস (পূর্ব), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম-সদস্য ।

(২) নিয়োগ সংক্রান্ত চলমান মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করতঃ নিয়োগ সম্পাদন করতে হবে। এ বিষয়ে সচিব, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে।
(৩) নিয়োগ প্রক্রিয়ায় যথাযথ স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে সততা ও নিরপেক্ষতার সাথে নিয়োগ সম্পন্ন করতে হবে।
(৪) নিয়োগ কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন নিয়মিত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।
(৫) নব নিয়োগকৃত কর্মচারিদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য নিয়মিত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।
(৬) রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমীর প্রশিক্ষণের মান বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ

১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/(আইন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে
৩। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম) বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪। যুগ্ম-সচিব (আইন)/(সংযুক্ত), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৫। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন)(সংযুক্ত), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৬। সিওপিএস(পূর্ব), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম।

৪.৫। রেলওয়ের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি এবং পরিচালন ব্যয় হ্রাসঃ

আলোচনাঃ

সভাপতি জানান যে, প্রচুর সম্ভাবনা ও সুযোগ থাকা সত্ত্বেও, রাজস্ব আহরনে বাংলাদেশ রেলওয়ে যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারছে না। এ বিষয়ে সকল ক্ষেত্র চিহ্নিত করাসহ একটি সময় ভিত্তিক পরিকল্পনা বাংলাদেশ রেলওয়ে গ্রহণ ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

ডিজি, বিআর জানান যে, স্টেশন দিয়ে বিনা টিকেটে যাতে কেউ ঢুকতে না পারে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। বিনা ভাড়ায় ভ্রমণকারীদের ভাড়া আদায়/জরিমানার জন্য অধিক সংখ্যক মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করার জন্য ইতোমধ্যেই জোনাল পর্যায়ে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে যাত্রী মালামাল/পার্সেল, ভূ-সম্পত্তি ও অন্যান্য উৎস হতে ১০৩১.১৮ কোটি টাকা আয় হয় এবং ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের জুলাই-নভেম্বর ২০১৬ মাসে ৪৮১.২২ কোটি টাকা আয় হয়।

সভায় ভিআইপি কোটায় টিকেট বিক্রির বিষয়ে আলোচনা করা হয়। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন) জানান যে, প্রতিটি ট্রেনে প্রতিদিন ভিআইপি চলাচল করেন না বিধায় ভিআইপি কোটায় টিকেট বরাদ্দ কমানো যেতে পারে। সভায় ভিআইপি চলাচলের বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রস্তাব প্রেরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

সিদ্ধান্তঃ

(১) রাজস্ব আদায়ের সকল ক্ষেত্র চিহ্নিত করাসহ একটি সময়ভিত্তিক পরিকল্পনা তৈরী পূর্বক মন্ত্রণালয়ে অগ্রগতির বাস্তব অবস্থা প্রতিমাসে প্রেরণ করতে হবে।

(২) স্টেশনে বিনা টিকিটে যাতে কেউ ঢুকতে না পারে এ বিষয়ে আধুনিক পদ্ধতি প্রয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৩) বিনা ভাড়ায় ভ্রমণকারীদের ভাড়া আদায়/জরিমানার জন্য অধিক সংখ্যক মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে।

(৪) সমন্বয় সভায় নিয়মিত রাজস্ব আদায়ের হালনাগাদ তথ্য পেশ করতে হবে।

(৫) মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক রেলওয়েতে ভিআইপি চলাচলের বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ভিআইপি কোটায় টিকেট বরাদ্দ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। মহাব্যবস্থাপক (পর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৪.৬ বাংলাদেশ রেলওয়ের জমিতে অবস্থিত অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রমঃ

আলোচনাঃ

যুগ্ম সচিব (ভূমি) জানান যে, ট্রেন পরিচালনার সুবিধার্থে রেল লাইনের উভয় পার্শ্বের অবৈধ স্থাপনা/দখল নিয়মিতভাবে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। উচ্ছেদকৃত ভূমি নীতিমালার আওতায় মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নপূর্বক ব্যবস্থাপনার আওতায় আনা হচ্ছে।

বিগত ৬ মাসে রেলওয়ের জমিতে অবস্থিত অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ সম্পর্কিত তথ্য নিম্নরূপঃ

মাসের নাম	উদ্ধারকৃত জমির পরিমান (একর)		
	পূর্বাঞ্চল	পশ্চিমাঞ্চল	মোট
জুলাই/২০১৬	০.৮৯	৫.৯৫	৬.৮৪
আগস্ট/২০১৬	১০.৩২	৪.১৫	১৪.৪৭
সেপ্টেম্বর/২০১৬	৬.৮০	১৩.৪৯	২০.২৯
অক্টোবর/২০১৬	৬.৯৫	১.৮৩	৮.৭৮
নভেম্বর/২০১৬	১১.২০	৪.৮১	১৬.০১
ডিসেম্বর/২০১৬	৬.৬০	৪.২১	১০.৮১
৬ মাসে মোট	৪২.৭৬	৩৪.৪৪	৭৭.২০

উল্লেখ্য, অতি:সচিব (প্রশাসন) এঁর সভাপতিত্বে ১১.০১.২০১৭ তারিখ ভূ-সম্পত্তি রক্ষা, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, উচ্ছেদ কার্যক্রম, রাজস্ব আদায়, সার্টিফিকেট মামলা নিয়ে একটি সভা করা হয়েছে

ডিজি, বিআর জানান যে, রেলভূমি অবৈধ দখলদারদের নিকট হতে উদ্ধার করে মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়নপূর্বক বাণিজ্যিকভাবে কাজে লাগানোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/রাজশাহীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। ট্রেন পরিচালনার সুবিধার্থে রেল লাইনের দু'পাশসহ রেলভূমিতে স্হাপিত সকল অবৈধ স্হাপনা উচ্ছেদ অভিযান নিয়মিতভাবে পরিচালনা অব্যাহত আছে। উচ্ছেদের মাধ্যমে উদ্ধারকৃত রেলভূমি সুরক্ষার জন্য পূর্বাঞ্চলে প্রায় ৫.৫৬৪ কিঃ মিঃ রেল ফেন্সিং নির্মাণ/স্হাপন করা হয়েছে এবং ৯,০০০ টি বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা/বিভিন্ন প্রজাতির ২৩,১৭৭ টি শোভা বর্ধনকারী ফুলের চারা রোপন করা হয়েছে। অনুরূপভাবে উচ্ছেদের মাধ্যমে উদ্ধারকৃত রেলভূমি সুরক্ষার জন্য পশ্চিমাঞ্চলে প্রায় ০.৭০২ কিঃ মিঃ রেল ফেন্সিং নির্মাণ/স্হাপন করা হয়েছে এবং ৩,০০০ টি বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা রোপন করা হয়েছে। রেল পুলিশ ও আরএনবির সহযোগিতায় রেল লাইনের দুই পার্শ্বে (১০ ফুট X ২=২০ ফুট) স্থান নিয়মিত রুটিন কাজ হিসেবে উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত রাখার জন্য জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/রাজশাহীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। ডিসেম্বর/২০১৬ মাসে সর্বমোট ০৮ টি মোবাইল কোর্ট কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। রেলওয়ের সরকারি বাসাসমূহে অবৈধভাবে বসবাসকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/রাজশাহীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। উচ্ছেদ কাজে সহযোগিতার জন্য দুই অঞ্চলে এক্সক্যাভেটার ক্রয়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/রাজশাহীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) রেলভূমি অবৈধ দখলদারদের নিকট হতে উদ্ধার করে মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন করে বাণিজ্যিকভাবে কাজে লাগানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
(২) ট্রেন পরিচালনার সুবিধার্থে রেল লাইনের দুই পার্শ্বসহ বাংলাদেশ রেলওয়ে জমিতে অবস্থিত সকল অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান নিয়মিতভাবে পরিচালনা করতে হবে এবং উচ্ছেদকৃত জায়গা যাতে পুনরায় বেদখল না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।
(৩) রেল পুলিশ ও আরএনবির সহযোগিতায় রেল লাইনের দুই পার্শ্বে (১০ ফুট X ২= ২০ ফুট) স্থান নিয়মিত রুটিন কাজ হিসেবে উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে।
(৪) প্রতি মাসের ১ম সপ্তাহে পূর্ববর্তী মাসের উচ্ছেদ কার্যক্রমের প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।
(৫) রেল ক্রসিংগুলির আশেপাশে অবৈধ দোকান উচ্ছেদ করতে হবে।
(৬) স্টেশনসমূহ ভাসমান লোকজন এবং অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের কাছ থেকে মুক্ত রাখতে হবে এবং এ বিষয়ে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে।
(৭) উচ্ছেদ কার্যক্রমে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জিএমগণ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
(৮) মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম)কে এলাকাভিত্তিক টিম গঠন করে উচ্ছেদকৃত স্থানসমূহ সপ্তাহে কমপক্ষে একটি টহল/পরিদর্শনের নির্দেশনা প্রদান করবেন এবং এ জন্য টীম গঠন করবেন। স্টেশনমাস্টারকে এ বিষয়ে দায়িত্ব প্রদান করতে হবে।
(৯) ভূ-সম্পত্তি বিভাগের জনবল নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
(১০) রেলওয়ের সরকারী বাসাসমূহে অবৈধভাবে বসবাসকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
(১১) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) এবং যুগ্ম-সচিব (ভূমি) পর্যায়ক্রমে ভূ-সম্পত্তি অফিস সমূহ পরিদর্শন করবেন।
(১২) প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা এবং বিভাগীয় ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তাদের দায়িত্ব পালনকালে সব ধরনের legal protection দেয়া হবে এবং প্রণোদনা হিসেবে বিদেশে প্রশিক্ষণের জন্য প্রেরণ করা হবে।
(১৩) উচ্ছেদ কাজে সহযোগিতার জন্য দুই অঞ্চলে এক্সক্যাভেটার ক্রয়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ

১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ।
৪। যুগ্ম-সচিব (ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৫। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৬। জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৭। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম)।

(খ) বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তি ।

আলোচনাঃ

যুগ্ম-সচিব (ভূমি) জানান যে, ডিসেম্বর/২০১৬ মাসে পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলে কোন নতুন মামলা দায়ের হয়নি। এ মাসে পূর্বাঞ্চলে ১টি ও পশ্চিমাঞ্চলে ১টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। উভয় অঞ্চলে দায়েরকৃত মোট সার্টিফিকেট মামলার সংখ্যা ২৭৩টি, মোট নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ১০৭টি এবং মোট অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ১৬৬টি। ডিসেম্বর/২০১৬ মাসে মোট আদায় ২,৩৩,০০০/-টাকা, তন্মধ্যে পূর্বাঞ্চলে ৮৭,০০০/- টাকা এবং পশ্চিমাঞ্চলে ১,৪৬,০০০/- টাকা। উভয় অঞ্চলে মোট দাবীকৃত অর্থের পরিমাণ ১০,১২,২৮,১৯৮/-টাকা। মোট অনাদায়ী টাকার পরিমাণ ১০,১০,০৫,৫৮৯/- টাকা।

পূর্বাঞ্চলের ও পশ্চিমাঞ্চলের বিগত ০৬ মাস (মে/১৬ হতে অক্টোবর/১৬) এর আদায় মাসওয়ারী নিম্নরূপ ঃ

মাস	পূর্বাঞ্চল	পশ্চিমাঞ্চল	মোট
জুলাই/১৬	০.৮৭	১.৩০	২.১৭
আগষ্ট/১৬	০.৯২	২.৪১	৩.৩৩
সেপ্টেম্বর/১৬	০.৮৭	১.৫০	২.৩৭
অক্টোবর/১৬	০.৮৭	০.৫০	১.৩৭
নভেম্বর/১৬	৩.৩৮	১.৩২	৪.৭০
ডিসেম্বর/১৬	০.৮৭	১.৪৬	২.৩৩
মোট =	৭.৭৮	৮.৪৯	১৬.২৭

সিদ্ধান্তঃ

(১) পেন্ডিং সার্টিফিকেট মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। বকেয়া আদায়ের তৎপরতা জোরদার করতে হবে। প্রয়োজনে নতুন মামলা দায়েরের ব্যবস্থা নিতে হবে। বকেয়া আদায়ের পরিমাণ বাড়াতে হবে।
(২) পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের বিগত ০৬ মাসের আদায় মাসওয়ারী ছকে আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।
(৩) জিএম (পূর্ব/পশ্চিম) এর সভাপতিত্বে সিইও (পূর্ব/পশ্চিম), সংশ্লিষ্ট আইন কর্মকর্তা ও অন্যান্য সকলকে নিয়ে রেলওয়ের অবৈধ দখলকৃত জমি উচ্ছেদ সংক্রান্ত ও দেওয়ানী মামলার বিষয়ে প্রতিমাসে সভা আয়োজন করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ পূর্বক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে। দেওয়ানী মামলায় রেলের পক্ষে রায় হওয়া জমি যথাসময়ে দখলে নিতে হবে।
(৪) বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালকের কার্যালয় রেলভবন ঢাকায় একজন আইন কর্মকর্তার পদ সৃজনের/পদায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
(৫) বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তাগণের কার্যালয়ে জনবল সংকট নিরসনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন) এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।
(৬) সার্টিফিকেট মামলার গ্রেফতারি পরোয়ানা তামিলের উদ্যোগ নেয়ার জন্য সংশিণ্টষ্ট জেলা প্রশাসককে পত্র দেয়া হবে।
(৭) সাটিফিকেট মামলা দায়ের জন্য ১০% করের টাকা বরাদ্দ প্রদানের বিষয়ে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন)(সংযুক্ত), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। যুগ্ম-সচিব (ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪। জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৫। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

(গ) বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি উন্নয়ন কর ও পৌর কর পরিশোধঃ

আলোচনাঃ

যুগ্ম-সচিব (ভূমি) জানান যে, ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের লক্ষ্যে চলতি ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলের জন্য ১০.০০ কোটি টাকা এবং পশ্চিমাঞ্চলের জন্য ৭.০০ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। বিভিন্ন সংস্থার দাবী অনুযায়ী পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ চলমান আছে।

ডিজি, বিআর জানান যে, পৌরসভাসমূহের বাংলাদেশ রেলওয়ের নিকট প্রাপ্য অর্থের বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়ন করে পরিশোধের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের জন্য অর্থ বিভাগকে পত্র লেখার জন্য জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/রাজশাহীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

(৪) সাময়িক ক্যাম্প স্থাপনের মাধ্যমে camp collection-এর ব্যবস্থা করার জন্য জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/রাজশাহীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) পৌরসভাসমূহের বাংলাদেশ রেলওয়ের নিকট পাওয়া অর্থের বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়ন করে পরিশোধের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের জন্য অর্থ বিভাগকে পত্র দিতে হবে।
(২) সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি) দের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে যাচাই করে প্রকৃত দাবি নির্ধারণ পূর্বক ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করতে হবে।
(৩) রেলওয়ের ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
(৪) সাময়িক ক্যাম্প স্থাপনের মাধ্যমে camp collection এর ব্যবস্থ্য করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ
১। অতিরিক্ত সচিব (প্রঃ), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩। যুগ্ম-সচিব (ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৫। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৬। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

(ঘ) বাংলাদেশ রেলওয়ের অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিঃ

আলোচনাঃ

অডিট শাখার সহকারী সচিব জানান যে, অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে ডিসেম্বর/২০১৬ কার্যক্রম সম্পর্কে নিম্নরূপ তথ্যাদিঃ নভেম্বর/২০১৬ পর্যন্ত অডিট আপত্তির সংখ্যা ১৪,৭২২টি নভেম্বর /২০১৬ মাসে নিষ্পত্তি হয়েছে ৬৭টি। নভেম্বর /২০১৬ পর্যন্ত মোট অনিষ্পন্ন আপত্তির সংখ্যা-১৪,৬৫৫টি । সাধারণ অনিষ্পন্ন-১৩,১৮১টি। অগ্রিম অনিষ্পন্ন - ৯২৯টি। খসড়া অনিষ্পন্ন- ৫৯৬টি। নিষ্পত্তিকৃত- ৬৭টি। নতুন আপত্তির সংখ্যা- ১৬টি।

ডিজি বিআর জানান যে, ২৫.১১.২০১৬ হতে ০৯.০১.২০১৭ তারিখ পর্যন্ত ২৯ টি ব্রডশীট জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। গত ০৪.০১.২০১৭ তারিখে দ্বি-পক্ষীয় সভা করার লক্ষ্যে বিভাগীয় প্রধানগণকে পত্র লেখা হয়েছে এবং সভার কার্যক্রম অব্যাহত আছে। সভার কর্যক্রম চলমান আছে। গত ২১.১২.২০১৬ তারিখে জিএম/পূর্ব দপ্তরে ০১ টি ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি মাসিক প্রতিবেদন আকারে প্রেরণ করা হয়েছে। মাসিক সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিভাগীয় প্রধানগণকে ০৪.০১.২০১৭ তারিখে পত্র লেখা হয়েছে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) প্রয়োজনীয় প্রমাণকসহ যথাসময়ে জবাব প্রদানপূর্বক অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
(২) অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব ও পশ্চিম) কে প্রতি মাসে অন্ততঃ দু'বার নিয়মিত দ্বি-পক্ষীয় সভা আয়োজন করতে হবে এবং কার্যবিবরণী মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।
(৩) ত্রি-পক্ষীয় সভার মাধ্যমেও অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
(৪) অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য নির্ধারিত ছকে প্রেরণ করতে হবে।
(৫) বিভিন্ন সময়ে গঠিত জাতীয় সংসদের পি.এ কমিটিতে আলোচিত ও সিদ্ধান্ত গৃহীত ১৫৯টি অডিট আপত্তির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিষয়ে জবাব/প্রতিবেদন আগামী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়েকে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ

১। অতিরিক্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়।
২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪। উপ-সচিব (অডিট), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৪.৭। ই-ফাইলিং/ই-টেন্ডারিং/উদ্ভাবনী বিষয়ঃ

আলোচনাঃ

সভায় মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের ই-ফাইলিং চালুর বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। ইতোমধ্যে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়া ই-টেন্ডারিং এর বিষয়ে ও বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। ই-টেন্ডারিং এর সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ইতোমধ্যে ই-ফাইলিং আইডি প্রদান করা হয়েছে। সভাপতি নির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী একটি ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে ই-ফাইলিং ও ই-টেন্ডারিং বাস্তবায়নের পরামর্শ প্রদান করেন। এছাড়া সোনার বাংলা ট্রেনসহ পর্যায়ক্রমে সকল ট্রেনে Wifi সুবিধা চালুর বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্তঃ

১। জরুরি ভিত্তিতে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে ই-ফাইলিং ও ই-টেন্ডারিং চালুর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
২। ফেব্রুয়ারি ২০১৭ এর মধ্যে সকল ই-টেন্ডারিং প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। এরপর কোন সুনির্দিষ্ট কারন ছাড়া ই-টেন্ডারিং ব্যতিত সাধারণ দরপত্র আহবান গ্রহণযোগ্য হবে না।
২। ই-টেন্ডারিং চালুর নিমিত্তে ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করতে হবে।
৩। সোনার বাংলা ট্রেনে Wifi চালুর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
৪। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য স্টেশন ও ট্রেনে Wifi সুবিধা চালু করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ

১। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩। সিএসটিই (টেলিকম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪। পরিচালক (সংগ্রহ), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৪.৮ রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের অনিষ্পন্ন বিষয়সমূহ উপস্থাপনঃ

আলোচনাঃ

সভাপতি রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের গুরুত্বপূর্ণ অনিষ্পন্ন বিষয়ের তালিকা করে তা সভায় আলোনার মাধ্যমে তরান্বিত করার উপর গুরুত্বরোপ করেন।

সিদ্ধান্তঃ

১। মন্ত্রণালয়ের সকল শাখা হতে প্রতিটি সমন্বয় সভার পূর্বে অধীনস্থ দপ্তরসমূহের নিকট অনিষ্পন্ন বিষয়সমূহের তালিকা প্রস্তুত করে উপস্থাপন করতে হবে।
২। বাংলাদেশ রেলওয়ে ও সরকারী রেল পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক মন্ত্রণালয়ের নিকট অনিষ্পন্ন বিষয়সমূহের তালিকা উপস্থাপন করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। সরকারী রেল পরিদর্শক, রেলপথ পরিদর্শন অধিদপ্তর, পুরাতন রেল ভবন, ফুলবাড়িয়া, ঢাকা।
৩। উপ-সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪। সিনিয়র সহকারী সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৪.৯। রেলওয়ে পুলিশ এবং রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর কার্যক্রমঃ

আলোচনাঃ

রেলওয়ে পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর সক্রিয়তার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর কোন কোন সদস্যের নেতিবাচক আচরনের কারনে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয়।

ডিজি, বিআর জানান যে, সীমান্তবর্তী এলাকা দিয়ে চলাচলকারী ট্রেনসমূহে জেলা চোরাচালান নিরোধ টাস্কফোর্সের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। রেলপথ দিয়ে যাতে অবৈধ অস্ত্র ও চোরাচালানী পণ্য পরিবাহিত হতে না পারে সে জন্য রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী'র সদস্যগণকে ইয়ার্ড এবং স্টেশনের দায়িত্ব পালনের সময় সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। জিআরপি ও আরএনবি 'র সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে যাত্রীদের ছাদে ভ্রমণ প্রতিরোধ ও স্টেশনসমূহ হকার মুক্ত রাখার জন্য জোনাল পর্যায়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। ডিআইজি, রেলওয়ে পুলিশ সভায় জানান যে, যাত্রীদের নিরাপত্তায় রেলওয়ে পুলিশ সদয় সচেষ্ট। ইতোমধ্যে যাত্রীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি ও কোন প্রকার অনিয়ম রোধের জন্য সচেতন সর্বোচ্চ প্রচেষ্ট গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি এ বিষয়ে একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেনটেশন উপস্থাপন করেন। বাংলাদেশ রেলওয়ের ট্রাফিক বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন ট্রেনে নিয়মিতভাবে টিকেট চেকিং কার্যক্রম পরিচালিত হয়। জিআরপি'র আবাসনের জন্য উন্মুক্ত জায়গা সংস্থানের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব ও পশ্চিম) কে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। জাল টিকেটের রুট খুজে বের করার জন্য ইতোমধ্যেই সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। নিজ নিজ নিরাপত্তা নিশ্চিত কল্পে যাত্রীদের সচেতন করার জন্য জোনাল পর্যায়ে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) রেলওয়ে সংশ্লিষ্ট ফৌজদারী মামলা সমূহের ট্রায়াল বিষয়ক মনিটরিং কার্যক্রম অব্যহত রাখতে হবে এবং প্রতিমাসে সভায় উপস্থাপন করতে হবে।
(২) রেলওয়ে আইন, ১৮৯০ এর প্রয়োজনীয় সংশোধনীর নিমিত্তে গঠিত কমিটি আগামী সভার পূর্বে প্রতিবেদন দখিল করবেন। কমিটিতে RNB প্রতিনিধিকে কো-অপ্ট করতে হবে।
(৩) ট্রেনে অস্ত্র, মাদকসহ অন্যান্য চোরাইমাল পরিবহণ প্রতিরোধকল্পে আরএনবি'র সাথে সমন্বয় পূর্বক আরপির নজরদারি ও তৎপরতা বৃদ্ধি করতে হবে। তাছাড়া, ট্রেন চালকদের নিরাপত্তাসহ ট্রেনে চেইন টেনে ও হুইস পাইপ খুলে অনির্ধারিত স্থানে চোরাকারবারীরা যাতে ট্রেন থামাতে না পারে এ বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।
(৪) বাংলাদেশ রেলওয়ে ও আরপির দুই বিভাগের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে সংশিণ্টষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের অবহিত রেখে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে।
(৫) আরপি ও আরএনবির সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে যাত্রীদের ছাদে ভ্রমণ প্রতিরোধ ও স্টেশনসমূহ হকারমুক্ত রাখার ব্যবস্থ গ্রহণ করতে হবে।
(৬) প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে পূর্ববর্তী মাসের মাসিক টিকেট চেকিং ও আয়ের তথ্য একাউন্টস্ ও পরিবহণ ডিপার্টমেন্টকে একই ছকে সমন্বিতভাবে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।
(৭) মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম) আরপির আবাসনের জন্য উপযুক্ত জায়গা সংস্থানের উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।
(৮) টিকেট কালোবাজারি রোধে স্টেশনে কর্মরত বুকিং সহকারীদের ০৩ (তিন) বছর চাকুরি পূর্ণ হলে তাদেরকে নিয়মিত বদলির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
(৯) জাল টিকিট এর উৎস খুঁজে বের করে জড়িতদের বির"দ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে।
(১১) রেল লাইনের উপর পথচারী পারাপার বিরোধী ভিডিও ক্লিপসহ নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতামূলক ভিডিও ক্লিপসমূহ ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় বহুল প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং প্রধান প্রধান স্টেশনে প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
(১২) প্রতিটি স্টেশনে অগ্নিনির্বাপনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে এবং বাড়াতে হবে ।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ।
৩। যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪। পরিচালক (সংস্থাপন), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৫। চীফ কমান্ড্যান্ট (পূর্ব/পশ্চিম)।

৪.১০। সংসদীয় কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নঃ

আলোচনাঃ

সভাপতি পরবর্তী সমন্বয় সভাগুলোতে সংসদীয় কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত বিষয়সমূহ আলোচনার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্তঃ

রেলপথ মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটির সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত অগ্রগতি নিয়মিত সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। যুগ্ম-সচিব (ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। উপ-সচিব (বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন) এবং কাউন্সিল অফিসার রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৪.১২। রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমি এবং হাসপাতাল ব্যবস্থাপনাঃ

আলোচনাঃ

ডিজি, বিআর জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রশিক্ষণ একাডেমিতে ০৩ (তিন) টির স্থলে ৪ টি শ্রেণী কক্ষকে মাল্টিমিয়া ক্লাশরুমে উন্নীত করার কাজ চলমান আছে। প্রশিক্ষণার্থীদের আবসিক সুবিধার মান উন্নয়ন করার লক্ষ্যে ১৩.০৮.২০১৬ ইং তারিখে আরটিএ বিওডি সভায় বাস্তবতার নিরিখে প্রস্তাবিত ২০০ শয্যাবিশিষ্ট প্রশিক্ষণার্থী (কর্মচারী) হোস্টেল নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উল্লেখ্য প্রথম পর্বে ১৪০ জন সহকারী স্টেশন মাষ্টারগণের মৌলিক কোর্স ৯.১.২০১৭ তারিখ হতে আরম্ভ হবে। রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমিতে পিপিআর এবং প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট এর উপর স্বল্প মেয়াদি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা যেতে পারে। প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাগণের মধ্যে যারা প্রশিক্ষণে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকার করবে, তাদেরকে উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশে প্রেরণের প্রণোদনা দেয়ার বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
এছাড়া সভায় রেলওয়ে জেনারেল হাসপাতাল পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে যৌথ চুক্তি অনুসারে হাসপাতাল পরিচালনার সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরা হয়। রোগীদের ঔষুধ সরবরাহ ও ডায়েট প্রদানের ক্ষেত্রে উদ্ভুত সমস্যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

সিদ্ধান্তঃ

(১) রেলওয়ে জেনারেল হাসপাতালের ওষুধ সরবরাহ ও ডায়েট সংক্রান্ত দায়-দায়িত্ব নির্ধারণের সুপারিশ প্রদাণের জন্য নিম্নবর্ণিত কমিটি পর্যালোচনা করে প্রতিবেদন দাখিল করবেঃ

(ক) অতিরিক্ত সচিব (বাজেট), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
(খ) যুগ্ম-সচিব (হাসপাতাল), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
(গ) চীফ মেডিক্যাল অফিসার (পূর্ব), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম।
(ঘ) প্রধান তত্ত্বাবধায়ক, জেনারেল রেলওয়ে হাসপাতাল, কমলাপুর ঢাকা।

(২) রেলওয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারী ছাড়াও সাধারন জনগনকে চিকিৎসা সুবিধা প্রদানের বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। (৩) বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমীতে চলমান প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা/প্রশিক্ষণসূচী বাস্তবায়নের বিষয়ে প্রতি মাসে অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।

(৪) প্রশিক্ষণ কক্ষসমূহ মাল্টিমিডিয়ায় রূপান্তরকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
(৫) প্রশিক্ষণার্থীদের আবাসন সুবিধার মান উন্নয়ন করতে হবে।
(৬) উপযুক্ত প্রশিক্ষক পদায়নসহ বাইরের রির্সোস পারসনদের দ্বারা প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
(৭) রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমিতে PPR এবং Project Management এর উপর স্বল্প মেয়াদি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা যেতে পারে।
(৮) প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাগণের মধ্যে যারা প্রশিক্ষণে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকার করবে, তাদেরকে উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশে প্রেরণের প্রণোদনা দেয়ার বিধান রাখতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।

২। তত্ত্বধায়ক, রেলওয়ে জেনারেল হাসপাতাল, ঢাকা।

৩। বিভাগীয় মেডিক্যাল অফিসার, বাংলাদেশ রেলওয়ে, জেনারেল হাসপাতাল, ঢাকা।

৪.১৩। (ক) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন (APA)ঃ

আলোচনাঃ

ডিজি, বিআর জানান যে, ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) অন্তর্ভুক্ত কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে। এ বিষয়ে তদারকি অব্যাহত আছে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) আগামী ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।
(২) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে উল্লিখিত নির্ধারিত তারিখের মধ্যে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ

১। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন)(সংযুক্ত), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

(খ) জাতিসংঘ ঘোষিত SDG বাস্তবায়নঃ

আলোচনাঃ

ডিজি, বিআর জানান যে, জাতিসংঘ ঘোষিত SDG বাস্তবায়নের জন্য খসড়া Action Plan গত ৩১.৩.২০১৬ তারিখে রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে নতুন Goals এবং Target সংযোজনপূর্বক পূর্বে প্রণীত খসড়া Action Plan টি update করতঃ ২৫/১০/২০১৬ তারিখে রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। সময়ে সময়ে প্রাপ্ত নির্দেশনা মোতাবেক খসড়া Action Plan চূড়ান্তকরণের পাশাপাশি তা বাস্তবায়নের নিমিত্ত কার্যক্রম চলমান আছে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) জাতিসংঘ ঘোষিত SDG বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তুতকৃত Action Plan বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা) এ বিষটি তত্ত্বাবধান করবেন।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ

১। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।

(গ) বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তিঃ

আলোচনাঃ

সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-৩)(শৃঙখলা) জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত বিভাগীয় মামলার কার্যক্রম বিধি মোতাবেক চলমান আছে। পূর্ব মাস হতে আগত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ৫১টি। চলতি মাসে শুরু হওয়া বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ০টি। চলতি মাসে নিষ্পত্তিকৃত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ১টি । ৬ মাসের উর্ধ্বে বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ৪০টি । ৬ মাসের উর্ধ্বে বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ০৫টি । ৩ মাসের উর্ধ্বে বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ০৫টি অনিষ্পন্নকৃত বিভাগীয় মামলার মোট সংখ্যা ৫০টি

ডিজি, বিআর জানান যে, বিভাগীয় মামলার দ্রুত নিস্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত আছে। অক্টোবর/২০১৬ মাসের জের ২৯৮ টি, নভেম্বর/১৬ মাসে নতুন মামলা হয়েছে ৩৫টি, নিষ্পত্তি হয়েছে ৫৬টি। নভেম্বর/২০১৬ মাসের জের ২৭৭ টি । যে সকল বিভাগীয় মামলা ৬ মাসের অধিক পেন্ডিং রয়েছে সেগুলোর দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) বিভাগীয় মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
(২) যে সকল মামলা ৬ মাসের অধিক পেন্ডিং রয়েছে সেগুলো দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন)(সংযুক্ত), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। সিনিয়র সহকারী সচিব (শৃঙ্খলা), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

০৫। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোঃ ফিরোজ সালাহ্ উদ্দিন)
সচিব